দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী

পাট ও বস্ত্র শিল্পের প্রযুক্তিবিদ গড়ার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের ষড়যন্ত্র চলছে

মোহাম্মদ রেজাউল হক

বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি জিইয়ে রাখার জন্য একটি মহল বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। এই দায় কার কাছে তা আমরা জানি না। তবে একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা নিরসনের দায় যে সরকারের এটা সর্বজনবিদিত। সরকারের সেই দায় ও দায়িত্ব নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন তুলেছে ছাত্ররা। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (টেকসু)-এর নেতৃবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থাপনা, সেশন জট নিরসনে কর্তৃপক্ষের উদাসিনতা, নিয়োগবিধি সংশোধন করে ট্যাকনিকেল শিক্ষক নিয়োগ, ল্যাবরেটরীতে ছাত্রদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি দাবীতে লাগাতার কর্মসূচী দিয়ে সরকারের দায় ও দায়িত্বশীলতার কথা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু দায় ও দায়িত্বের প্রশ্নে সরকারের প্রশাসনের মাঝে-মধ্যেই রহস্যজনক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনের এই উদাসিনতা রীতিমতো পীড়াদায়ক। বাংলাদেশ গ্লাস এন্ড সিরামিকস ইন্সটিটিউটে প্রশাসনের উদ্যোগে সৃষ্ট সমস্যা এখন অস্তিত্ব বিলোপের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দৈনিক ইনকিলাবে এ নিয়ে পৃথক ফিচার-প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গেনি। বরং প্রশাসনের অদৃশ্য থাবায় এবার পাট ও বস্ত্র শিল্পের প্রযুক্তিবিদ গড়ার প্রতিষ্ঠান কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী বন্ধের উপক্রম করেছে।

সমস্যার স্বরূপ

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বস্ত্র ও পাট শিল্পসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রযুক্তিবিদ গড়ার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজী। কিন্তু শিক্ষক সংকট, একাডেমিক সংকট, টেকনোক্র্যাট সংকট, প্রশাসনিক সংকট, নিয়োগবিধি সংকট, সর্বোপরি চেতনার সংকট প্রতিষ্ঠানটিকে দেউলিয়া অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে।

শিক্ষক সংকট ঃ টেক্সটাইল টেকনোলজী কলেজে অধ্যক্ষ ও ৩টি ফোরম্যানের পদসহ টেকনিক্যাল ও ননটেকনিক্যাল শিক্ষকের ৩১টি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৬টি টেকনিক্যাল পদ অপর ৫টি হল ননটেকনিক্যাল পদ। বর্তমানে টেকনিক্যাল পদে কর্তব্যরত আছেন মোট ৮ জন শিক্ষক। বাকী ১৮টি পদ শূন্য। অপরদিকে ননটেকনিক্যাল পদগুলোতে কর্মরত সকলেই টেকনোক্র্যাটবিরোধী শিবিরের লোক বলে পরিচিত। এদিকে ১৮টি টেকনিক্যাল শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার ফলে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন কলেজটিতে সেশনজট প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে ছাত্রদেরও কার্যত কোন প্র্যাকটিক্যাল বা টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে না। শিক্ষকদের এই শূন্য পদ পূরণে আবার অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে প্রশাসনের অসহযোগিতামূলক মনোভাব ও নিয়োগবিধি। বস্তুতঃ শিক্ষক নিয়োগবিধিটাই এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যে, কোন টেকনিক্যাল শিক্ষকই যেন কখনো নিয়োগ পেতে না পারেন।

কলেজের নিয়োগবিধিতে বলা হয়েছে যে, মোট পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ পূরণ করা হবে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, আবেদনকারীদের ১২ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া উক্ত আইন অনুযায়ী – পোষ্ট (অধ্যাপক) পদোন্নতি দিয়ে শূন্য পদ পূরণের বিধান রাখা হয়েছে। এই অদ্ভুত বিধানের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষ অনেক টেকনোক্র্যাট ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারছেন না। ফলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারি-এ কর্মরত যে সকল টেকনিক্যাল শিক্ষকের পদগুলো শূন্য হচ্ছে সেটি আর পূরণ হচ্ছে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই কলেজটি শিক্ষকশূন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। কারণ, ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে ৬টি শূন্য পদে চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মাত্র ৫টি আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছিল।

একাডেমিক সংকট

শিক্ষক সংকটের ফলে কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জানিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী তার স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে না। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা ও সেশন জট। কলেজে বর্তমানে ৬টি ব্যাচ অধ্যয়নরত আছে। প্রতিটি ব্যাচের স্বাভাবিক কোর্স সিডিউল ৪ বছরের। কিন্তু একাডেমিক সংকটের ফলে ৭ বৎসরেও এখন কোর্স সমাপ্ত করা যাচ্ছে না। অপরদিকে ছাত্ররা সিডিউল টাইমে কোর্স সমাপ্ত করার চাপ সৃষ্টি করছে এবং বিষয়টি সরকার ও প্রশাসনের নজরে আনার জন্য তারা ইতিমধ্যে আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে কলেজের একাডেমিক কাউন্সিল ছাত্রদের এসব দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে মনোযোগী নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এর পিছনে প্রশাসনের কারো কারো হাত রয়েছে বলেও ছাত্র নেতৃবৃন্দ অভিযোগ তুলেছে। বিষয়টি সত্য হলে সেটি হবে জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের।

টেকনোক্র্যাট সংকট

একটি পাটমিল বা বস্ত্রমিলের জন্য প্রয়োজন হয় তিন ধরনের টেকনোক্র্যাট-এর। যেমন স্পিনিং, উইভিং এবং ডাইং, ফিনিশিং বা টেক্সটাইল ক্যামেস্ট্রি বিষয়ক টেকনোজজিস্টের। আর এই টেকনোলজিস্ট তৈরীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান এই কলেজ। সেই কলেজের কোন সংকট দীর্ঘায়িত হতে দিলে সরকারের শিল্প বিপ্লবের স্বপ্ন যে তিমিরে আছে সে তিমিরেই রয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশাসনিক সংকট

বাংলাদেশের প্রতিটি সমস্যার সাথে জড়িয়ে আছে প্রশাসনের লাল ফিতার সংকট। কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজীও প্রশাসনের বাইরে নয়।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ রয়েছে। ১৯৮৬ সাল থেকে ছাত্ররা কলেজের সংকট নিরসনের দাবীতে স্মারকলিপি দিয়ে প্রশাসনের সর্বস্তরে ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যার ধরন, প্রকৃতি ও গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি। সমস্যা কেবল দীর্ঘায়িত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার জন্য দায়ী হবে কে? কলেজ অধ্যক্ষ, প্রশাসন না সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়– এর সমাধানে আমাদের হাতে নেই। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করব সমস্যা ও সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করে আর কালক্ষেপণ না করতে। নিয়োগবিধি সংশোধন করে একাডেমিক কার্যক্রমকে পুনরোদ্যমে গতিশীল করতে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় আন্তরিক হলে একজন অধ্যক্ষের অসহযোগিতা কিংবা পক্ষপাতিত্ব কখনোই সংকটকে অধিক প্রলম্বিত করতে পারে না।

১৯৩৯ সালে অর্থাৎ বৃটিশ শাসনামলে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম পাকিস্তান শাসনামলে যে প্রতিষ্ঠানের বিকাশ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে বিএসসি সম মর্যাদার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেই কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী যেন কোন বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় সেটা দেখতে হবে সংসদীয় রাজনীতির সকল পক্ষকে। সংসদীয় রাজনীতির প্রতিনিধিগণের কাছে এটাই জাতির প্রত্যাশা।